W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. / WBHRC/COM/2016-17

Date: 10. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of ' Statesman, a Bengali daily dated 10th January, 2017, the news item is captioned ' যৌন নির্যাতনে যুবতীর মৃত্যুর পর নিখোঁজ ৪ তরুণীকে নিয়েও শঙ্কা'

The Superintendent of Police, Malda is directed to furnish a report by 17.02.2017 enclosing thereto:-

(a) Statement of Sujit Mardi, elder brother of one of the victim and also statement of Sri Tularam Hembrom

(b) Full address and particulars of the victim minor girl.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

SDB

SA upload at once. Inform NHRC by email 10/1/17

As. Note in Daily Diary. Send by Fax / Post 10/1/17

যৌন নির্যাতনে যুবতীর মৃত্যুর পর নিখোঁজ ৪ তরুণীকে নিয়েও শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দিল্লিতে হবিবপুরের যুবতীর যৌন অত্যাচারে মৃত্যুর ঘটনায় চোখ খুলে দিল বহু আদিবাসী পরিবারের। মালদার যে সব মেয়েরা দিল্লিতে কাজে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চার নাবালিকার গত দু'বছর ধরে কোনও খোঁজ নেই। আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর থানার আকতৈব পঞ্চায়েতের পলাশ ও কন্যাডুবি গ্রামের চার নাবালিকা নিখোঁজ থাকার খবর পেয়ে স্থানীয় একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। সংস্থার কর্তাদের অভিযোগ, আদিবাসী অধ্যুষিত ওই এলাকায় পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে। কাজের টোপ দিয়ে অসহায় পরিবারের মেয়েদের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

রবিবারই জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, কোনও এলাকায় নিখোঁজের বিষয় নিয়ে অভিযোগ দায়ের হলেই তা পুলিশ-প্রশাসনের তরফ থেকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখা হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, শক্তিবাহিনীর সদস্যরা পলাশগ্রামে নির্ভয়া তরুণীকে সংকটজনক অবস্থায় দিল্লির মুখোপাধ্যায়নগর এলাকার রাস্তার ধার থেকে ১৯ ডিসেম্বর উদ্ধার করেছিল। কিন্তু, ১৪ দিন চিকিৎসার পর তাঁকে আর বাঁচাতে পারেনি। ৪ জানুয়ারি, বুধবার মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। রবিবার পলাশ গ্রামে মৃত তরুণীর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। তখন তাঁদের কাছে চার নাবালিকার পরিবার তাদের মেয়েদের নিখোঁজ থাকার বিষয়টি জানায়। আর তা নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার অন্যতম কর্তা সইদুল ইসলাম বলেন, 'রবিবার আমরা হবিবপুরের পলাশ ও কন্যাডুবি গ্রামে গিয়ে জানতে পারি, সেখানকার চার নাবালিকা গত দু'বছর আগে দিল্লিতে কাজ করতে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওই নাবালিকাদের কোনও খোঁজ নেই। তাদের পরিবারের লোকেরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।'

জানা গিয়েছে, পলাশগ্রামের নাবালিকা সনমণি মার্ডি (১৬), সোনালি মার্ডি (৮) দু'বছর আগে পরিচারিকার কাজ করার কথা বলে দিল্লিতে গিয়েছিল। ওদের বাবা ও মা নেই। দাদা সুজিত মার্ডির কাছে থাকত। কিন্তু, দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে এখন আর তাদের কোনও খোঁজ নেই। এব্যাপারে সুজিত মার্ডি ওই সংস্থাকে জানিয়েছেন, তাদের দূর সম্পর্কিত এক আত্মীয় কাজ দেওয়ার নামে দুই বোনকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এখন আর কারও সঙ্গে কোনওরকম ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

অন্য দিকে, কন্যাডুবি গ্রামের আরও দুই নাবালিকা বন্দনা হেমব্রম (১৫) ও নীলমণি টুডু (১৭)। তারাও দু'বছর ধরে নিখোঁজ। বন্দনার বাবা ও মা মৃত। তাই, সে দাদা তুলিরাম হেমব্রমের কাছেই মানুষ। কিন্তু, অভাবের পরিবারে ওই নাবালিক মজুরি করতে দিল্লিতে যায়। আরেক নিখোঁজ নাবালিকা নীলমণির বাবা লক্ষ্মীরাম টুডু বয়সজনিত কারণে কাজ করতে অক্ষম। তিনিও ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে জানিয়েছেন, তাঁদের মেয়ের সঙ্গে দুই বছর ধরে কোনও যোগাযোগ নেই। তাকেও কাজ দেওয়ার নাম করে কেউ নিয়ে গিয়েছিল।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তা সইদুল ইসলাম বলেন, 'দিল্লিতে হবিবপুরের তরুণীর মৃত্যুর পর আমরা জেলা প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে পলাশগ্রামের বাড়িতে দেহ আনার ব্যবস্থা করি। কিন্তু, ওই তরুণীর মৃত্যুর বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কারণ, এমন অনেক আদিবাসী পরিবার রয়েছে, যাদের মেয়েরা বাইরে মজুরির কাজ করতে গিয়েছেন। অথচ পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। এরকম চার নাবালিকার খবর পেয়েছি। এব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' হবিবপুরের আইসি আত্রেয়ী সেন জানিয়েছেন, 'ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নিখোঁজ মেয়েদের পরিবারকে বলেছি, লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে। তারপরই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে।'